মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ৯৬ | বর্ষঃ ১২ | ফেব্রুয়ারি ২০১৭

একাদশ জাতীয় রোভার মুট-২০১৭ এর গ্লোবাল ডিভেলাপম্যান্ট ভিলেজে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ এর অংশগ্রহণঃ

২৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ গোপালগঞ্জে একাদশ জাতীয় রোভার মুট-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় গোপালগঞ্জ উক্ত মুটে অংশগ্রহণ করে।

একাদশ জাতীয় রোভার মুট-২০১৭ উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় স্থাপিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্টলে মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

২৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় রোভার মুট-২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জনাব কে. এম. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা), এবং জনাব গোলাম কিবরিয়া, অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে আগত ১২ হাজার রোভার অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় রোভার মুট-২০১৭ উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জে স্থাপিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান

জাতীয় রোভার মুট-২০১৭ উপলক্ষে সৃষ্ট গ্লোবাল ডেভেলাপম্যান্ট ভিলেজ টুঙ্গীপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদরে মাদকবিরোধী ২টি স্টল স্থাপন করা হয়। এ স্টল ২টির মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা জোড়দার করা হয়। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মাদকবিরোধী স্টলগুলো পরিদর্শন করেন এবং তাদের অনুভূতি স্টলে রক্ষিত রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করেন।

জাতীয় রোভার মুট-২০১৭ উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদরে স্থাপিত ২টি স্টলে সকাল ৯.০০ টা থেকে রাত ৯.০০ টা পর্যন্ত মাদকবিরোধী যে সকল প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা নিম্নরূপঃ

০১। রোভার ও সাধারণ দর্শনার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী বিভিন্ন ধরণের লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার, ক্যাপ ও টি শার্ট বিতরণ করা হয়।

০২। স্টলে আগত সাধারণ দর্শনার্থী ও রোভারদের মাঝে মাদকবিরোধী ও মাদকের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা ও মাদকের কুফল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

০৩। রোভার ও সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য মাদকবিরোধী স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

০৪। প্রতিদিন মেলায় স্টলে আগত হাজার হাজার রোভার এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের মাদককে না বলুন মর্মে গণস্বাক্ষর নেয়া হয়।

জাতীয় রোভার মুট-২০১৭ উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জে মাদকবিরোধী গণস্বাক্ষর কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট ও সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি, কারিকুলাম এবং কনটিনিউয়াম অব কেয়ার এ দুটি বিষয়ের উপর ১৩ তম ব্যাচে গত ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারিকুলাম দুটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গত ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে ইকো ট্রেনিং শুরু হওয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গ্রুপ ছবি

উক্ত প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৮৪ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ১৯ টি কেন্দ্রের ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি এবং বিএসএমএমইউ থেকে ০৫ (পাঁচ) জন সাইকোথেরাপি ট্রেইনি এবং ০১ (এক) জন সাইকোলজিস্ট অংশগ্রহণ করেন।

১৭-২৬ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ইকো ট্রেনিং সমাপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : সালাহউদ্দিন মাহমুদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : কে.এম. তারিকুল ইসলাম
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ৯৬
বর্ষ : ১২
ফেব্রুয়ারি : ২০১৭

প্রচার-প্রচারণার মাস জানুয়ারি-২০১৭ উদ্‌যাপন

সারাদেশে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা মাস জানুয়ারি-২০১৭ উদ্‌যাপন করা হয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসায় মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মাদকবিরোধী র‍্যালী, মানববন্ধন, টক-শো, পোস্টার-লিফলেট বিতরণ; শর্টফিল্ম প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। জানুয়ারি-২০১৭ মাসের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধশিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৬৯৯ টি স্থানে
শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন	৩১৬ টি স্থানে
পোস্টার বিতরণের সংখ্যা	২৭,০৫৬ টি
লিফলেট বিতরণের সংখ্যা	১,৭৮,০২৯ টি

দেশব্যাপী মোট ১০১৫ টি স্থানে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রচার-প্রচারণা মাস জানুয়ারি-২০১৭ এর কিছু সংবাদ চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

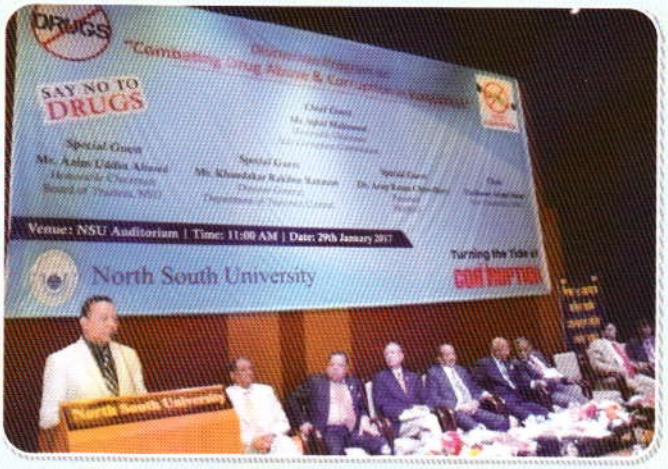

২৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি-২০১৭ উপলক্ষে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন খন্দকার রাকিবুর রহমান, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি-২০১৭ উপলক্ষে মাদকবিরোধী র‍্যালি

২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে আশা ইউনিভার্সিটিতে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

বরিশালে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ সার্কিট হাউজ ধানসিড়ি হল, বরিশালে মাদকাসক্তি থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে করণীয় শীর্ষক সেমিনার/ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০৪ জানুয়ারি ২০১৭ উত্তরা, ঢাকায় মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী ও মানববন্ধনের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব পরিমল কুমার দেব, অতিরিক্ত মহাপরিচালক

০৪ জানুয়ারি ২০১৭ উত্তরা, ঢাকায় মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি-২০১৭ উপলক্ষে মানববন্ধন ও র‍্যালী

২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি-২০১৭ উপলক্ষে মাদকবিরোধী বাউল সঙ্গীত পরিবেশন

০১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি/২০১৭ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জিলা স্কুল মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা মাস জানুয়ারি/২০১৭ উপলক্ষে ভোলা জেলায়, বিল বোর্ডে মাদকবিরোধী প্রচার

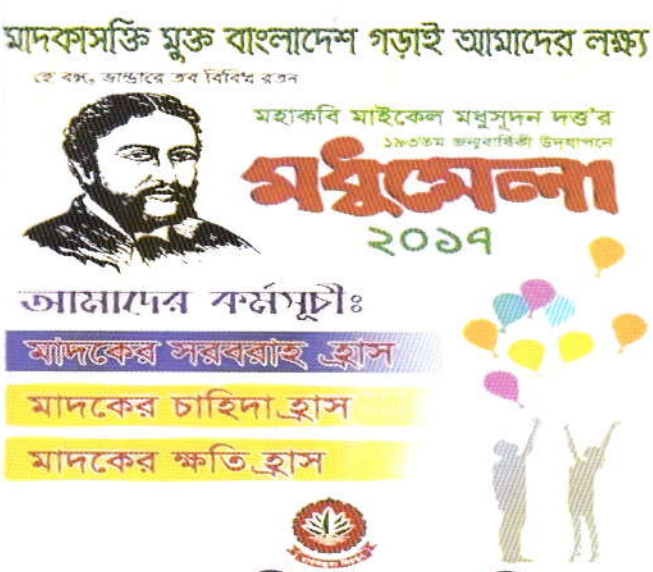

মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি/ ২০১৭ উপলক্ষে যশোরে ঐতিহ্যবাহী মধুমেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর ফেস্টুন

২৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে যশোর জেলায় মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি ২০১৭ উপলক্ষে মেয়েদের বাস্কেটবল প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীদল

২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ইখড়ি কাটেংগা ফজলুল হক মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তেরখাদা, খুলনায় মাদককে না বলার শপথ পাঠ

মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা মাস জানুয়ারী/২০১৭ উপলক্ষে সাতক্ষীরা জেলায় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন সহকারী পরিচালক, মা নি অ, সাতক্ষীরা।

০৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা মাস জানুয়ারি/২০১৭ উপলক্ষে সাতক্ষীরা জেলায় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় শ্রেণী কক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সাতক্ষীরা

রাজশাহীতে মাদকবিরোধী মানববন্ধন ও র‍্যালী

০৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহীর উদ্যোগে প্রায় ১০ কি.মি এলাকায় রাজশাহী জেলা শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং বিএনসিসি সদস্যদের অংশগ্রহণে মানববন্ধন ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত র‍্যালীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মুনির হোসেন, কমিশনার রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সরদার তমিজউদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, আর.এম.পি, রাজশাহী, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী, জনাব কাজী আশরাফ উদ্দীন, জেলা প্রশাসক, রাজশাহী এবং জনাব মোঃ মজিবুর রহমান পাটওয়ারী, অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী।

রাজশাহী জেলায় মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস জানুয়ারি-২০১৭ উপলক্ষে মানববন্ধন ও র‍্যালী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

জানুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭,৪৮৮	৪,৯৩৬	২,৫৫২	৬৫.৯১%
চট্টগ্রাম	৪,৭০৮	৪,৩১৭	৩৯১	৯১.৬৯%
রাজশাহী	১০,১৭০	৭,৯০৩	২,২৬৭	৭৭.৭০%
খুলনা	৪,৪৮৭	৩,৭৫৫	৭৩২	৮৩.৬৮%
বরিশাল	৪,০২৯	২,২৭৫	১,৭৫৪	৫৬.৪৬%
সিলেট	১,১৭৫	১,১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২,০৫৭	২৪,৩৬১	৭,৬৯৬	৭৫.৯৯%

সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৪৬%)।

অপারেশনাল কার্যক্রম ঃ
ফেনীর মহিপালে একটি বিদেশী রিভলবার, ম্যাগাজিন ভর্তি তাজা বুলেট এবং ১৭০০ পিস ইয়াবা ও ফেনসিডিল উদ্ধারসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

ফেনীতে মাদক বিরোধী অভিযান ও প্রচারনা মাস জানুয়ারী-২০১৭ইং
মাদক বিরোধী অভিযান, বিদেশী পিস্তল ও ৪ রাউন্ড তাজা গুলি এবং ১,৭০০ পিচ ইয়াবাসহ ৩জন গ্রেপ্তার, ফেনী, তারিখ ঃ ২৫-০১-২০১৭ইং

একটি বিদেশী রিভলবার, ম্যাগাজিন ভর্তি তাজা বুলেট এবং ১৭০০ পিস ইয়াবা ও ফেনসিডিল উদ্ধারসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ সন্ধ্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ফেনী কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক দিলীপ কুমার দেবনাথ এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম ফেনী মডেল থানাধীন মধ্যম চাড়িপুর মহিপালস্থ চৌধুরী বাড়ি রোডের গিয়াস উদ্দিনের বাড়ীর ভাড়াটিয়া জাকারিয়া রিয়াজ চৌধুরী (৩৬) এর বসতঘরে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশী রিভলবার, ম্যাগাজিন ভর্তি তাজা বুলেট এবং এ্যামফিটামিনযুক্ত ১৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও দশ বোতল ফেনসিডিলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। আসামী জাকারিয়া রিয়াজ চৌধুরী (৩৬) এর কোমরে গোঁজা অবস্থায় আমেরিকায় তৈরি ৭.৬৫ বোরের একটি বিদেশী রিভলবার (নং ১১১৮), ম্যাগাজিনে ভর্তি চারটি তাজা বুলেট এবং তার পরিহিত প্যান্টের পকেট থেকে আটটি পলিপ্যাকে ১৫০০ পিস এ্যামফিটামিনযুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ঘরে চৌকির উপর থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। একই ঘরে থাকা জনৈক আনোয়ার হোসেন সবুজ (৩৫) এর পরিহিত প্যান্টের পকেট থেকে ৪০ পিস ইয়াবা এবং মোঃ নুরনবী (২৭) এর নিকট থেকে ১৬০ পিস ইয়াবাসহ সর্বমোট ১৭০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার এবং উক্ত আসামীদের গ্রেফতার করে। আসামীগণ জানায় তার পরস্পরের যোগসাজশে মায়ানমার-টেকনাফ সীমান্ত এলাকা থেকে ইয়াবা এবং কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম সীমান্ত এলাকা থেকে ফেনসিডিল সংগ্রহ করে ফেনী শহর, মহিপাল ও চাঁড়িপুর গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি ও সরবরাহ করে। এ ব্যাপারে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ফেনী এর পরিদর্শক মোঃ ইকবালুর রহমান বাদী হয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি এবং আসামী জাকারিয়া রিয়াজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ১৮৭৮ ইং সনের অস্ত্র আইনে একটি মামলা ফেনী মডেল থানায় দায়ের করেন। আসামীদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা। ৪৭১ বোতল বিদেশীমদ উদ্ধারসহ ০১ জন গ্রেফতার

উদ্ধারকৃত ৪৭১ বোতল বিদেশী মদসহ গ্রেফতারকৃত ০১ জন আসামীর সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ এবং বাংলাদেশ পুলিশ

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সুনামগঞ্জ কর্তৃক ১২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ রাত ০২.০০ টায় সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানাধীন দক্ষিণ গণেশপুর এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৪৭১ বোতল বিদেশীমদ উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে অফিসার্স চয়েজ ২৬২ বোতল, ম্যাকডুয়েলস রাম ও নাম্বার ওয়ান ৮৬ বোতল, এসি ব্ল্যাক ৯৫ বোতল ও হাওয়ার্ডস বিয়ার ২৮ ক্যান। এ সময় মোঃ এখলাস মিয়া (৪০) নামে একজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযান পরিচালনা শেষে উদ্ধারকৃত আলামত পরিদর্শন করেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম।

বগুড়ায় ১২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ০২ জন আসামী গ্রেফতার

উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলসহ আটকৃত ০২ জন আসামীর সঙ্গে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বগুড়া 'খ' সার্কেল, সান্তাহার, বগুড়া কর্তৃক আদমদীঘি থানাধীন ইন্দইল ব্রিজের পূর্বপার্শ্বে মেসার্স ভাই ভাই চাউল কলের সামনে নওগাঁ- বগুড়া পাকা রাস্তার উপর বগুড়াগামী সিএনজি তল্লাশি করে ১২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ০২ জনকে আটক করা হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

ঢাকা জেলার উত্তরা থানাধীন ভাটারা এলাকায় ৩৬০০ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার

১৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে উত্তরায় উদ্ধারকৃত ইয়াবা ও গ্রেফতারকৃত
০২ জন আসামীর সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

যশোরে ১৯০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ পূর্বাহ্নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যশোর জেলার ক সার্কেল কর্তৃক চৌগাছা থানাধীন ফুলসরা মধ্যপাড়াস্থ আসামী তোজাম্মেল (৫০) ও অপর আসামী আলাউদ্দিন (৩০) এর বসতঘরে অভিযান পরিচালনা করে ১৯০ (একশত নব্বই) বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আসামীদের নামে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

উদ্ধারকৃত ভারতীয় ফেন্সিডিল

আইন-আদালত (জানুয়ারি-২০১৭)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক জানুয়ারি-২০১৭ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের নাম	জানুয়ারি-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	*আসামী*	মামলা	*আসামী*	মোট মামলা	মোট *আসামী*
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	১১১	১১৮	১৪০	১৪০	২৫১	২৫৮
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩৪	৪৬	১১৫	১১৫	১৪৯	১৬১
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৬৩	৬৯	৩৫	৩৫	৯৮	১০৪
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	৮১	১০২	১৪৩	১৪৫	২২৪	২৪৭
গোয়েন্দা শাখা বিভাগী মাদকদ্রব্য	১৩	২১	৭	৭	২০	২৮
নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট বিভাগী মাদকদ্রব্য	৯	১২	৩৫	৩৫	৪৪	৪৭
নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	৪	৫	৫	৬	৯	১১
মোট	৩১৫	৩৭৩	৪৮০	৪৮৩	৭৯৫	৮৫৬

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে জানুয়ারি' ২০১৬ এবং জানুয়ারি' ২০১৭ সনের মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	জানুয়ারি' ২০১৬	জানুয়ারি' ২০১৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৬৬৮৩৫৯৮	৭৯৪৫৩৫৩
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৭৩৩৪৮০	৩৬৯১৪০৪
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৫৯৫৩৬০	৩২৫৬১৬৬
৪।	খুলনা অঞ্চল	২৮৯৫৮৫১৩	২৯৯৭০৯৪২
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৩৫০০৪০	৩৫১৪৮০
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৭১১৮৪০৭	৮৭৮৭৫৬০
	মোট	৫০৪৩৯৩৯৮	৫৪০০২৯০৫

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। জানুয়ারি' ২০১৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যানঃ

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিস্যখ্যান

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	জানুয়ারি/ ২০১৭ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	--
ঢাকা অঞ্চল	১৪৭	১৫২	--	১৫২	০৩
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮০	৮১	--	৮১	০৩
রাজশাহী অঞ্চল	১০০	৯৪	--	৯৪	০৭
খুলনা অঞ্চল	৯৮	৯৪	--	৯৪	১০
বাংলাদেশ পুলিশ	৫১১৪	৫২০৩	--	৫২০২	২৬৬
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৮	১৮	--	১৮	--
অন্যান্য সংস্থা সিআইডি	০৫	০৫	--	--	--
মোট	৫৫৬২	৫৬৪৭	--	৫৬৪৭	২৮৯

পরিবারের ভরসাস্থল হোন মাদক নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখুন

পিয়ারা বেগম (শিক্ষক অবঃ) তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

তিরমিজী শরীফে বর্ণিত-নবীজী (সঃ) বলেছেন, 'তারাই উত্তম যারা তাদের পরিবারের কাছে ভাল। যেমন-আমি আমার পরিবারের কাছে ভাল।' আর এমন একজন উত্তম ব্যক্তিই পারেন পরিবারের ভরসাস্থল হতে যিনি পরিবারের প্রতিটি বিষয়ে অন্যের সঙ্গে এমন আচরণ করবেন যা তিনিও সবার কাছ থেকে তেমন আচরণ প্রত্যাশা করবেন। কারণ আপনি যা চান তা তাদেরকে আগে দিতে হবে।

জীবনে চলার পথে কতশত মানুষের সান্নিধ্যেই না আমাদের আসতে হয়। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রে এমন কী যোগাযোগের যে কোন মাধ্যম থেকে কারো কারো উত্তম আচরণ, তাদের আদর্শ, নীতি, নৈতিকতাবোধ, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আমাদের অস্তিত্বে মিশে থাকে এবং তা অনুসরণে আমরা সফল মানুষ হিসেবে পেয়েছি জীবনে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ ধরনের উত্তম আদর্শবান ব্যক্তিরাতো জন্মেছেন কোন না কোন পরিবারেই। তাই আমি মনে করি পরিবারই একজন সন্তানের জীবনে আসল ভরসাস্থল, অনুপ্রেরণার উৎস।

পক্ষান্তরে কেউ কারো খারাপ আচরণ রপ্ত করে সমাজে নিন্দিত, কুখ্যাত হয়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে পাপাচারের পংকিল গহ্বরে। তাই একথা স্বীকার্য যে, শৈশবের পারিবারিক আচরণটাই বেশি প্রভাবিত করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

একটি শিশু পরিবারের মা-বাবা আর বড়দের কাজ, আচার-আচরণ দ্বারাই প্রভাবিত হয়। বড়রা যা করেন ছোটরা তা একইভাবে করতে চায়। কারণ শিশুরা অনুকরণ প্রিয় এবং এটা শ্বাশত সত্য। তবে ছোটরা শোনে শেখার চেয়ে দেখে দেখে শেখে বেশি। ঠিক একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের বা সহপাঠিদের কারো কারো বিশেষ গুণাবলি রপ্ত করে আত্মস্থ করে নেয় যা তারাও পেয়েছেন তাদেরই পরিবারের বিশেষ কারো কাছ থেকে। ঘুরে ফিরে কিন্তু পরিবার প্রসঙ্গটিই চলে আসে। মূলতঃ পরিবার যে কী পরিমান ভরসাস্থল ও অনুপ্রেরণার উৎস তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এবার জেনে নেই, ভরসাস্থল মানে কী? ভরসাস্থল মানে হচ্ছে যার উপর আমরা ভরসা করতে পারি, নির্ভর করতে পারি। যাকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা যায়। যার আশায় আস্থা রাখা যায়। যার আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারি। যাকে সার্বিকভাবে অবলম্বণ করা যায়, নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরম নির্ভরতা করতে পারি। এই নির্ভরতা মানসিক, আত্মিক, সামাজিক এমন কী অর্থনৈতিকও হতে পারে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের মানসিক নির্ভরতা। যার কাছ থেকে যে কোন প্রয়োজনে (যা অবশ্যই ভালো কাজে, খারাপ কাজে নয়)। বিভিন্ন দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। জীবনকে সুন্দর করার, মাদকমুক্ত একজন আদর্শ, সফল মানুষ হওয়ার পথ প্রদর্শক, পথের দিশারী হবেন তিনি। যিনি জীবনের সঠিক মানে সহজ করে নিজেও বুঝতে পেরেছেন এবং পরিবারের বাকি সদস্যদেরও বুঝতে সহায়তা করেছেন।

এই পৃথিবীতে কে না চায় নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখতে, ভাবতে। আমরা চাই সবাই আমাকে সম্মান করুক। কেন বলছি এ কথা কারণ সংসারের উপার্জনাক্ষম যে কোন ব্যক্তিই নিজেকে ভরসাস্থল হিসেবে ভাবতে পারেন। যেহেতু তিনি পরিবারের জন্য অর্থ সংস্থান করছেন। আসলে কী ভরসাস্থল মানে এই? মোটেই না। খোলসা করে বলছি, একটি ছায়াছবি, নাটক কিংবা ডকুমেন্টারি একজন পরিচালকের কথা অনুসারে, তার নির্দেশনায় সব নির্মিত হয়। কিন্তু মূল অর্থের যোগানদাতা হলেন সেটির প্রযোজক। তেমনি কেবলমাত্র পরিবার অর্থ উপার্জনশীল ব্যক্তিটির ওপর পরিবারের অন্য সদস্যরা মানসিকভাবে নির্ভর করবেন এটা নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। কারণ অভিভাবক হওয়া আর ভরসাস্থল হওয়া এক কথা নয়। আমাদের সমাজে এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে একজন সফল ব্যবসায়ী কিংবা সরকারি কিংবা বেসরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাও জীবনের শেষ ভাগে এসে তারই আদর্শপুষ্ট প্রিয় সন্তানদের কাছে, কিংবা পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপেক্ষিত থেকেছেন। কারণ তিনি সন্তানদের অভিভাবক হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ভরসাস্থল হতে পারেন নি।

তাহলে বলা যায়, অর্থসংস্থানের মাপকাঠিতে নয়, পরিবারের যে কেউ ভরসাস্থল হতে পারেন। তার মানে দাঁড়ায় নিশ্চয় আপনার উপর পরিবারের সদস্যরা নির্ভর করতে পারবে আর আপনিও নিজেকে সেভাবেই তৈরি কিংবা যোগ্য করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে সম্পর্ক বা বয়সটা বিবেচ্য বিষয় নয় যোগ্যতাই মূখ্য।

আসলে, প্রতিটি মানুষের জীবনেই শৈশবের পারিবারিক আচরণটাই আয়নার মত প্রতিবিম্ব ফেলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে। সঙ্গত কারণে শিশুদের জীবন গঠনে এমন একজনকে প্রয়োজন যিনি হবেন শিশুর ভরসাস্থল। যাকে অনুসরণ করে শিশুরা যে কোন ক্ষেত্রে অর্জনের চূড়ায় পৌছাতে পারবে নিজ নিজ যোগ্যতায় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে।

বর্তমানে প্রায় পরিবারে এমনটি শোনা যাচ্ছে সন্তান কথা শোনে না, স্বামী-স্ত্রীতে ভুল বোঝাবুঝি। কখন বা তা রূপ নিচ্ছে সংঘাতে। অশান্তি হচ্ছে তাদের নিত্যসঙ্গী। এক ছাদের নিচে বাস করেও যে যার মত করে চলছে। যে সন্তানটি ছিল একসময় মায়ের আঁচলঘেঁষা সে এখন যেন মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে হারিয়ে গেছে। গভীর বেদনায় তৃষ্ণার্ত মাতৃহৃদয়ের করুণ আকুতি আর দীর্ঘশ্বাস যেন গুমোট হয়ে থাকে পারিবারিক আবহ। পারিবারিক গাঁথুনি যেন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। দিন দিন

যেন বাড়ছে পারস্পারিক দুরত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই দূরত্ব ? কারণ, না মা পেরেছেন সন্তানের ভরসাস্থল হতে, না সন্তান পেরেছে নিজেকে নির্ভরযোগ্য করতে।

মানুষের জীবনে শুরু থেকে শেষ অবধি পরিবারের ঋণ অপরিসীম। নিজেকে নির্ভরযোগ্য করার মাধ্যমে কিছুটা ঋণ শোধ করার প্রয়াসে নিরলস, নির্মোহ, নিবেদিত একজন কর্মী হিসেবে, নিজেকে একজন মডেল হিসেবে ভাবুন, একজন ভরসাস্থল হিসেবে কল্পনা করুন। আপনি ভেতরে ভেতরে কী চান, কী কামনা করেন, কী প্রত্যাশা করেন সেটিই আপনার জীবনকে পরিচালিত করবে, সেদিকেই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি বিশুদ্ধ চিত্তে নিয়ত করুন একজন ভরসাস্থল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। নিয়ত হচ্ছে মনের লাগাম। নিয়ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করে দেহকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। দেহ-মনে নতুন বাস্তবতার জন্ম দেয়। নিয়ত মানে অভিপ্রায়, আকাঙ্খা, অভিলাষ, লক্ষ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি। যেহেতু আপনার অভিপ্রায় পরিবারের ভরসাস্থল হওয়া আসলে এমন একটি মহৎ অভিপ্রায় যদি আপনার দৃঢ় হয় তবে পাহাড় সমান বাঁধাও আপনাকে টলাতে পারবে না। শত প্রতিকূলতার মাঝেও আপনি দিকভ্রান্ত হবেন না। কারণ আপনার ব্রেন রিসিভার এবং ট্রান্সমিটার। আপনার চিন্তা অনুসারেই আপনার ব্রেন আপনাকে প্রতিফল দেবে। নিয়ত যদি ঠিক না থাকে তবে আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না। সব কাজ করেও দেখবেন ফলাফল শূণ্য। সুতরাং এমনভাবে নিজেকে তৈরি করুন যাতে ভয়ে নয়, ভক্তিভরে আপনাকে ভরসাস্থল হিসাবে বেছে নেবে পরিবারের সবাই।

ভাবছেন তো? ভয় নেই, এর জন্য আপনাকে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অর্থ, বিত্ত, প্রভাব প্রতিপত্তিরও প্রয়োজন নেই। দরকার সহজ সরল একজন সাদামনের মানুষের, সাধারণ মানুষের। তবে আপনার সচেষ্ট প্রয়াস থাকতে হবে যেন নিজেকে উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবারের ভরসাস্থলে পরিণত করতে পারেন। নিজেকে একজন ভাল মানুষে রূপান্তরের মাধ্যমে সম্ভব পরিবারের সবার ভরসা অর্জন। তবে জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। ঠিক শিউলিফুলের মতো, যা গভীর রাতে ফোটে আর ভোর হওয়ার আগেই ঝরে যায়, সুতরাং যা কিছু করতে হবে এই জীবনেই করতে হবে। এমনভাবে নিজেকে তৈরি করুন যেন আপনাকে দেখলে স্বস্তি লাগে, নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি হবে। আপনার ভালো গুণটি আয়ত্ব করার ইচ্ছে জাগবে। আপনার জীবনাচার দেখে অন্যরা উদ্যমী হবে, সাহসী হয়ে উঠবে। জীবনটাকে আপনার মত গড়ে তুলতে আকুলতাবোধ তৈরি হবে। অবচেতনভাবেই আপনার ভাল দিকগুলো অন্যদের উদ্বুদ্ধ করবে, অনুপ্রাণীত করবে। আপনার মধুর সম্ভাষণ, সদাচারণ, বিনয়, সহজ স্বত:স্ফূর্তায় অন্যদের আকণ্ঠ ডুবিয়ে রাখবে মুগ্ধতায়। আর এভাবেই আপনি হয়ে উঠবেন পরিবারের ভরসাস্থল, অনুপ্রেরক।

তবে আপনার অর্জিত গুণগুলো কিন্তু বড় মাপের নয়, এমনটি নয় যে তা অর্জন করতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। মূলতঃ সংসারের ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে, সচেতনতার মধ্য দিয়েই তা অর্জন করা যায়। মানুষ জন্মগতভাবে ভালো হতে চায়, অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে চায়। আপনি যেভাবে বড়দের কাছ থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে নিজেকে একজন ভরসাস্থল হিসেবে পরিণত করেছেন ঠিক একইভাবে পরিবারের সদস্যদের অনুপ্রেরণা যোগাতে আপনাকেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যেমন–পরিশ্রমের, ত্যাগের, সদ্ব্যবহার, দানের, যাবতীয় ভাল গুণের। এগুলো আপনি আপনার কর্মে, আচরণের মাধ্যমে দেবেন, প্রয়োজনে মৌখিকভাবে। ভরসাস্থল ব্যক্তির একটি সুন্দর হাসি একটু প্রশংসাও অন্যদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে তার জীবনটাকে পাল্টে দিতে পারে। এতে আপনার অভিজ্ঞতা বাড়বে, বাড়বে দক্ষতা। জ্ঞানদানে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই জ্ঞান বাড়ে কমে না। আর আনন্দও পাবেন নির্মল আনন্দ। আর এভাবে সেবার মনোভাব নিয়ে নি:স্বার্থভাবে পরিবারের উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারলে আপনার ত্যাগের, আদর্শের ফল্গুধারা শত সহস্রগুণে স্বত:স্ফূর্তায় বিকাশিত হবে স্বকীয়তায়, স্বমহিমায়। আপনি পরিণত হবেন পরিবার তথা চারপাশের মানুষের ভরসাস্থলে, অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের অভিভাবকরা অনেকেই সন্তানদের উৎসাহিত করছে ভোক্তা হতে মানুষ হতে নয়। এমন কী সমাজ থেকেও পায়না মানুষ হওয়ার অনুপ্রেরণা। এখন সর্বত্র চলছে কনজ্যুমারিজমের জগৎ। বস্তুর প্রতি মানুষের সীমাহীন চাহিদা নানাভাবে বিঘ্নিত করছে পরিবারের শান্তি। কাম্যবস্তু না পেলে মানুষ আশাহত হচ্ছে। ভোগছে অশান্তিতে এতে বাড়ছে হতাশা জন্ম নিচ্ছে বিষণ্নতা। কখনো বা এই অন্তহীন চাহিদা মেটাতে অনেকেই বেছে নিচ্ছে অবৈধ পন্থা। এইভাবে সংক্রামক ব্যাধির মত চাহিদা রূপ নিচ্ছে আসক্তিতে আর এর প্রভাব পড়ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও। তাই তো আমাদের সমাজে অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানদের পড়াশুনা করাচ্ছেন লেখাপড়া, শিখে বড় হয়ে দু'হাতে টাকা রোজগার করবে। খুব কম বাবা-মাই এখন চিন্তা করে তার সন্তান মানুষের মতো মানুষ হবে, আলোকিত মানুষ। আসলে আমাদের সমাজে এখন আকাশছোঁয়া মানুষের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে, মাটিছোঁয়া লোকের সংখ্যা কম।

তাই তো বাংলাদেশে মাদক অভিশাপ রূপে প্রকট আকার ধারণ করেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই ভয়াবহতা উপলব্ধি করে কলম্বিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলেছেন,"মাদক সমস্যার কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই। মাদক সন্ত্রাস থেকে বাঁচার জন্য নেই কোন নিরাপদ স্বর্গ।"

কিন্তু হতাশ হলে তো চলবে না। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে হাজারের বেশি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জনক বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের সেই বাণীর কথা। তিনি বলেছেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো হাল ছেড়ে দেয়া। সাফল্যের অন্যতম সূত্র হলো আরেকবার চেষ্টা করা।" সুতরাং আসুন হাল ছেড়ে না দিয়ে আমরা আরেক বার চেষ্টা করি। অর্থাৎ মাদক প্রতিরোধে আমাদেরকে লেগে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আমি মনে করি এই"লেগে থাকা কর্মসূচি' শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। আর পরিবারের ভরসাস্থল ব্যক্তিই সূচনা করতে পারেন মাদক থেকে নতুন প্রজন্মদেরকে বাঁচানোর জন্যে তৈরি করতে নিরাপদ স্বর্গ।

আসলে পারিবারিক সম্পর্কগুলো আমরা পেয়েছি জন্মসূত্রে, অনেকটা সহজে পাওয়া। তাই এর পরিচর্চায় তেমনটি গুরুত্ব দেই না আমরা। মূলতঃ এই সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন পারিবারিক সম্মানবোধ। তবে এক সাথে থাকতে গেলে একটু ঠুকাঠুকি লাগতেই পারে। এগুলোকে শরীরের কেটে যাওয়া ছোট- খাটো ক্ষত হিসেবেই ভাবা উচিত গভীর আঘাত হিসেবে নয়।

আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের পরিবারের মূল উপাদান সন্তানদের মানুষ করা। মাদকমুক্ত একজন সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলা। আর এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা আর ভালবাসার। অথচ শুনে অবাক হবেন 'কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে শিশুর প্রতি ভালবাসার অভাববোধ।" যখনই শিশু চিন্তা করতে শুরু করে যে, সে তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত, কেউ তাকে ভালবাসেনা তখনি তার প্রবণতা সঠিক থেকে সরে আসে, সে অপরাধমুলক কাজে লিপ্ত হতে থাকে। গভীর ভালবাসা আর মমত্ববোধের অভাবে আমাদের হতভাগ্য কিশোররাই মাদকাসক্তির মতো মরণ নেশায় আত্মাহুতি দেয়।

এই মুহূর্তে আরো কিছু কথা না বলে পারছি না, কেন জানি মনে হয় না বললে অপূর্ণতা থেকে যাবে। আমরা জানি, মানুষের মধ্যেই কেবলমাত্র মনের শক্তি আছে যা কোন পশুর মধ্যে নেই। এ শক্তি দিয়ে মানুষ সবকিছুই করতে পারে। এ শক্তি হচ্ছে আমাদের অন্তরের অমূল্য সম্পদ–দয়া, স্নেহ, মায়া, মমতা, সেবা এবং ভালবাসা। এ গুণগুলো যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন আমরা যথার্থ মানুষ হয়ে উঠি আর হয়ে উঠি সন্তানের ভরসাস্থল। আমাদের অন্তরের সৌন্দর্য তখন বাহিরের চেহারাতে ছাপ ফেলে। তাই তো যথার্থ সুন্দর ব্যক্তির চোখ থেকে, তার চলন বলন, আচার আচরণ থেকে মূলতঃ সবকিছু থেকেই সুন্দরের মহিমা প্রকাশিত হতে থাকে স্বর্গীয় দ্যুতিতে, আলোকময় আভায়। তখনি আমরা আকৃষ্ট হই তার প্রতি। আমাদের এই আকর্ষণটা হলো সুন্দরের আকর্ষণ। এই সৌন্দর্য শুধু ব্যক্তি বিশেষকেই আকৃষ্ট করে না, সারা জগৎকেই আকৃষ্ট করে। এই সৌন্দর্য দয়ার সৌন্দর্য, প্রেমের সৌন্দর্য, আনন্দের সৌন্দর্য, শান্তির সৌন্দর্য।

সুপ্রিয় পাঠক, আসুন, আমাদের ভালবাসা আর মমত্ববোধের জাগরণ ঘটিয়ে আমাদের নিষ্কলুষ কিশোরদেরকে ফেরাই নিশিদ্ধ জগৎ থেকে। আমাদের অন্তরের সৌন্দর্যগুলোর প্রকাশ ঘটিয়ে আমাদের পরিবারকে শান্তির সুবাতাসে ভরিয়ে তুলি। পরিবার থেকে অশান্তি দূর করি। আর নিজেকে পরিবারের ভরসাস্থল হিসেবে ভেবে গর্ববোধ করি।

পরিবারের এই অশান্তি নিরসনে আমি বলব বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে এই ভরসাস্থল হওয়া। আসলে অশান্ত সমুদ্রই তৈরি করে দক্ষ নাবিক। দেশের চরম ক্রান্তি লগ্নে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে আর দেরী নয়, আপনিও হয়ে উঠুন একজন দক্ষ নাবিকের মতো পরিবারের ভরসাস্থল। আর গড়ে তুলুন সুখী সমৃদ্ধ, মাদকমুক্ত একটি সুশীল সমাজ। আর সন্তানদের আকাশছোঁয়া মানুষ নয়, মাটিছোঁয়া মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিন।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com